- পূর্ন থোড় অবস্থায়
- ধান কাটার ৩/৪ দিন পূর্বে

ধান কাটা

ছড়ার ৮০-৯০ টি ধান সোনালী রং হলে বীজ ধান সংগ্রহ করা উচিৎ। অতিরিক্ত পাকা ধান বীজ হিসাবে রাখা উচিৎ নয়। বীজ ধান কাটার পর মাঠে ফেলে রাখা উচিৎ নয়।

ধান মাড়াই

- ধান কাটার পর পরই মাড়াই করতে হবে।
- ধান মাড়াই করার জন্য পরিষ্কার পরিছন্ন জায়গা প্রয়োজন।
- কাঁচা খোলার উপর ধান মাড়াই না করে চাটাই বা পলিথিনের উপর মাড়াই করতে হবে।
- আটির এক পার্শ্বে একবার ও অপর পার্শ্বে আরেকবার মোট দুবার মাঝারী আঘাত করে ধানের পুষ্ট বীজগুলো সংগ্রহ করতে হবে। ধান মাড়াইয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্যজাতের ধান পার্শ্বে না থাকে।

বীজ শুকানো

- বীজ সংরক্ষণের আগে পরপর কয়েকবার (৪-৫ বার) রোদে শুকাতে হবে।
- বীজের আর্দ্রতা ১২% এর নীচে রাখতে হবে।
- দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে কট্ শব্দ হওয়ার পরও বীজ ধান দুবার রৌদ্রে শুকাতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

রোদে শুকানো বীজ ধান ভালভাবে ঠান্ডা করে পাত্রে রাখতে হবে। বীজ ধান ঠিকমত সংরক্ষণ না করলে ইঁদুর নষ্ট করবে ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হবে। অপরদিকে বীজ গজানোর ক্ষমতা কমে যাবে। ফলে আশানুরূপ সংখ্যক চারা পাওয়া যাবে না।

- টিনের পাত্র, প্লাষ্টিক পাত্র, স্টিল ড্রাম অথবা মাটির তৈরী মটকা ও ঢাকনা ২/৩ বার রংয়ের প্রলেপ দিয়ে বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযোগী করা যায়।
- শুকানো পরিষ্কার বীজ উপরোল্লিখিত যে কোন পাত্রে রেখে নিমপাতা, তামাকপাতা, ছাই বা নেপথালিন বীজের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে।

- টিনের পাত্র, প্লাষ্টিক পাত্র, স্টিল ড্রাম অথবা মাটির তৈরী মটকা ও ঢাকনা ২/৩ বার রংয়ের প্রলেপ দিয়ে বীজ সংরেণের জন্য উপযোগী করা যায়।
- শুকানো পরিষ্কার বীজ উপরোল্লিখিত যে কোন পাত্রে রেখে নিমপাতা, তামাকপাতা, ছাই বা নেপথালিন বীজের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে।

- বীজ ভরাট পাত্রটি ১ ইঞ্চি পরিমান খালি রেখে সম্পূর্ন বীজ দিয়ে ভরাট করতে হবে। যদি বীজের পরিমান কম হয় তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনা ছাই দিয়ে পাত্রটি ভরাট করতে হবে।
- বীজ পাত্র মাচায় বা মাটি থেকে উচুঁ জায়গায় রাখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ রমজান আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান
প্রধান কার্যালয়,রংপুর
ফোন নং : ০৫২১-৬৪৮৯৩
মোবাইল : ০১৭১-৪১৯৯৯৪
ফ্যাক্স নং : ৮৮০-৫২১-৬২৯৯৫
E-mail:
grameenk@tistaonline.com

ডঃ এম.এ. তাহের মিয়া
পিএসও, প্লান্ট প্যাথলজি ডিভিশন এবং জাতীয় সমন্বয়কারী(সীপ), পেট্রা
বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর।
ফোন নং: ০২-৯২৫৭৪০১
মোবাইল : ০১৭১-৫৮২৮৫৪
E-mail:
taherm@bdonline.com

মুদ্রণ : হক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রংপুর। মোবাইল : ০১৭১০৭৩৮৬৬

ভাল বীজে ভাল ফলন

ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

মোঃ রমজান আলী
ডঃ এম.এ. তাহের মিয়া
মোহাম্মদ রেজাউননবী

বাস্তবায়নে

রাইচস সীড হেল্‌থ ইমপ্রুভমেন্ট সাব-প্রজেক্ট,পেট্রা।
গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান, রংপুর সাইট।

সহযোগিতায়

বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউট
ও
আন্তর্জাতিক ধান গবেষনা ইনষ্টিটিউট।

অর্থায়নে : ডিএফআইডি।

বীজ

ভাল বীজ ভাল ফলন। তাই ফসলের ভাল ফলন পেতে হলে সুস্থ, সবল (পরিপুষ্ট, রোগ ও পোকামাকড় আক্রমনমুক্ত, পরিষ্কার) বীজ ব্যবহার করতে হবে।

কিভাবে আমরা ভাল বীজ পেতে পারি

ক) কুলা দিয়ে ঝেড়ে অথবা বাতাসে উড়িয়ে ঃ কুলা দিয়ে ঝেড়ে অথবা বাতাসে উড়িয়ে চিটা বা অর্ধপুষ্ট বীজ ভাল ও পুষ্ট বীজ থেকে আলাদা করা যায়।

খ) হাত দ্বারা বাছাই করে ঃ হাত দ্বারা বীজ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেশী সময়ের প্রয়োজন। তাই প্রথমতঃ ১ কেজি বীজ হাত দ্বারা বাছাই করতে হবে। ১ কেজি বীজ থেকে দাগযুক্ত বীজ, আগাছার বীজ, খড় কুটা, মাটির কণা, অন্য জাতের মিশ্রণ, বিকৃত বীজ, অংকুরিত বীজ, বাদামী দাগ, বীজের স্পট, পোকা আক্রান্ত বীজ ইত্যাদি বাছাই করতে হবে।

গ) পানিতে ডুবিয়ে বীজ বাছাই ঃ একটি বালতি বা অন্য কোন পানিভর্তি পাত্রে বীজ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর পানির উপর ভেসে থাকা অপুষ্ট বীজ বা চিটাগুলো ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবে থাকা ভারী ও পুষ্ট , সুস্থ ও সবল বীজগুলো সংগ্রহ করে ব্যবহার করা যায়।

বীজতলা তৈরী ও চারা উৎপাদন ঃ কাদা ও শুকনা বীজতলায় ধানের চারা উৎপাদন করা যায়। উঁচু জমি এবং বেলে দো-আঁশ মাটিতে শুকনা বীজতলা তৈরী করা হয়ে থাকে। ভারী এঁটেল মাটিতে প্রধানতঃ কাদাময় বীজতলা তৈরী করা হয়। পানিতে ডুবে যায় না বা গাছের ছায়া পড়ে না এমন জায়গায় বীজতলা তৈরী করা প্রয়োজন।

চারা রোপন

ক) রোপন সময় ঃ আমন ধান শ্রাবন মাসের মধ্যেই রোপন করা দরকার এবং বোরো ধান পৌষ-মাঘ মাসের মধ্যেই রোপন করতে হয়।

ক) রোপনের নিয়ম ঃ রোপনের সময় ছিপছিপে পানি রাখা ভাল।

- সারিতে রোপন।
- সারি থেকে সারির দূরুত্ব = ৮ ইঞ্চি হতে ১০ ইঞ্চি।
- গোছা থেকে গোছার দূরুত্ব = ৬ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি।
- প্রতি গোছায় ২-৩টি চারা।
- রোপনের দূরত্ব জমির উর্বরতা, মৌসুম ও রোপন সময় অনুসারে ভিন্ন হয়।

খ) চারার বয়স ঃ

- আমন ঃ ২৫-৩০ দিন।
- বোরো ঃ ৩০-৪৫ দিন।

জমি তৈরী

জমিতে প্রয়োজনমত পানি দিয়ে মাটির প্রকার ভেদে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে কাদা করে জমি তৈরী করতে হবে এবং জমি সমতল হতে হবে। আগাছা দমনের জন্য জমি তৈরীর সময় জমিতে পর্যাপ্ত পরিমানে পানি রাখা প্রয়োজন।

সার ব্যবস্থাপনা

মৌসুম, জাত ভেদে, জমির উর্বরতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে সারের মাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে। জমিতে চারা রোপনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সঠিক সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

- শেষ চাষের সময় ইউরিয়া বাদে অন্য সব সার প্রয়োগ করা।
- প্রথম কিস্তি ইউরিয়া চারা লাগানোর ১৪ দিন পর।
- দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর।
- শেষ কিস্তি ইউরিয়া কাইচথোড় অবস্থায় উপরি প্রয়োগ করা।

আগাছা দমন

রোপনের পর থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত ধানের জমি আগাছা মুক্ত রাখলে আশানুরূপ ভাল ফলন পাওয়া যায়। হাত দিয়ে বা যন্ত্র দিয়ে আগাছা দমন করা যায়।

আগাছা মুক্ত রাখলেঃ

- ধান গাছের বাড়তি স্বাভাবিক হবে।
- উৎপাদন বেশী হবে।
- রোগ বালাই কম হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

চারা রোপনের সময় থেকে কাইচথোড় আসা পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

- ধান গাছে কাইচথোড় আসা শুরু করলে পানির পরিমান দ্বিগুন করা উচিৎ। কারণ এ সময় ধান গাছের পানির প্রয়োজন বেশী হয়।
- সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি কমিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হয় এবং ২-৩ দিন পর পানি দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- ধান গাছের দানা শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে নিতে হয়।

বীজের জন্য জমি নির্বাচন

বীজের প্রয়োজন অনুযায়ী জমি নির্বাচন করতে হবে। ধানের জমি থেকে বীজ নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত ০৪টি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

- বীজের অংশটি জমির মাঝামাঝি জায়গা থেকে নির্বাচন করতে হবে।
- গাছের উচ্চতা মোটামুটি সমান।
- রোগ বালাই কম।
- অন্যজাতের ধানের জমি থেকে ১০ ফুট দুরে।

নির্বাচিত অংশ রোগিং বা বাছাই

বীজ ধানের জন্য রোগিং বা বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। রোগিং বা বাছাই করার সময় কি কি বাছাই করবেন ঃ

- আগাছা
- বিজাতীয় ধান
- খোল পঁচা আক্রান্ত শীষ
- লক্ষীরগু আক্রান্ত শীষ

রোগিং বা বাছাই কখন করবেন

- সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায়